সমকাল

তারিখ 24 JUN 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

জাতীয়কৃত কলেজের শিক্ষক

মোহাম্মদ শাহাব উদ্দিন

সদ্য জাতীয়করণের জন্য চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত কলেজ শিক্ষকদের ক্যাডারে অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করে আসছেন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির কিছু সদস্য। তারা জাতীয়কৃত কলেজ শিক্ষকদের নন-ক্যাডার পদে রাখার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে যাচ্ছেন। এভাবে জাতীয়কৃত কলেজ শিক্ষকরা নন-ক্যাডার থেকে যেতে পারেন। জাতীয়কৃত কলেজ শিক্ষকরা আগের জাতীয়কৃত কলেজ শিক্ষকদের মতো শিক্ষা ক্যাডারেই থাকবেন। এর অন্যথা মেনে নেওয়া হবে না।

এ দেশে প্রথম ১৯৭৮ সালে কলেজগুলো সরকারিকরণ শুরু হয়। পরে ওই কলেজগুলোর আত্তীকৃত শিক্ষকরা অবসরে গেলে ওই পদে পিএসসি নিয়োগ দেওয়া শুরু করে। এখন ২৮৫টি কলেজ জাতীয়করণ হলে ওই কলেজগুলোতে প্রায় ১৫ হাজার নতুন পদ সৃষ্টি হবে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও প্রভাষক (ক্যাডার পদ) হিসেবে এবং তারা অবসরে গেলে ওই পদে সরাসরি বিসিএস পাসকৃতদের নিয়োগ হবে। এ ছাড়া এনাম কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এবং নতুন অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক পদ সৃষ্টি হবে। সেখানে কাদের নিয়োগ হবে? নিশ্চয় আত্তীকৃতরা নয়। জাতীয়কৃতদের পদ নন-ক্যাডার হলে আপনারা তো সেই নন-ক্যাডার পদে আসতে পারবেন না। সুতরাং বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সদস্যদের বলছি, শুধু শুধু নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রা ভঙ্গ করা কেন? নন-ক্যাডার, নন-বিসিএস দাবিদার ভাইদের বলছি, বুঝেশুনে ও চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে সবাইকে গণহারে আত্মীয়করণে আপত্তি থাকলে জাতীয়কৃত কলেজগুলোর সব শিক্ষককে বিসিএস পরীক্ষার মতো ন্যূনতম মেধা যাচাইমূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা করে উত্তীর্ণদের ক্যাডার সার্ভিসে আত্তীকরণ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে তাদের স্বপদে, স্বস্থানে ও সম্মানে পূর্ববর্তী চাকরির অভিজ্ঞতা গণনা করে আত্তীকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে আর আত্তীকৃত কলেজগুলোর অধ্যক্ষরাসহ অন্য শিক্ষকবৃন্দ, কারও কোনো আপত্তি বা হতাশা থাকার কথা নয়।

মনে রাখবেন, জাতীয়কৃত কলেজের শিক্ষকরাও এ দেশের নাগরিক। আপনার-আমার ভাই, তাদেরকে অবমূল্যায়ন করে নিজেদের সম্মান বজায় রাখতে পারবেন না। সাংবিধানিকভাবে দেশের সব নাগরিকের অধিকার সমান। একই কলেজে ক্যাডার ও নন-ক্যাডার করে ডিভাইড অ্যান্ড রুলের চিন্তা বাদ দিন। আসুন ডিজিটাল বাংলাদেশ আর প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের মধ্যম আয়ের দেশ গঠনে সবাই একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করি।

শিক্ষক, ঢাকা

জাতীয়কৃত কলেজের শিক্ষকরাও এ দেশের নাগরিক। আপনার-আমার ভাই, তাদেরকে অবমূল্যায়ন করে নিজেদের সম্মান বজায় রাখতে পারবেন না। সাংবিধানিকভাবে দেশের সব নাগরিকের অধিকার সমান। একই কলেজে ক্যাডার ও নন-ক্যাডার করে ডিভাইড অ্যান্ড রুলের চিন্তা বাদ দিন। আসুন ডিজিটাল বাংলাদেশ আর প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের মধ্যম আয়ের দেশ গঠনে সবাই একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করি